চোখ খুললেই আজকের ফরিয়াদ, চোখ খুলে দেয় আজকের ফরিয়াদ

আজকের ফরিয়াদ

নস্যাৎ

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গুলশান এর দলীয় কার্যালয়ে গৃহবন্দী করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। যদিও বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

ট্রাস্টি নিযুক্ত

লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের ট্রাস্টি নিযুক্ত হয়েছেন মহীন্দ্রা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান আনন্দ মহীন্দ্রা। গত ১লা জানুয়ারি থেকে চার পর এই পদে তিনি থাকবেন।

খবর অন্য পাতায়

আমানতকারীদের পাশে দাঁড়ানো নৈতিক... পৃষ্ঠা — ৪

প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান পৃষ্ঠা — ৩

মদনের বিরুদ্ধে একাধিক অস্ত্র সিবিআই'র পৃষ্ঠা— ৭

সম্পাদকের পদে!

প্রত্যাশিতভাবেই সিপিএমের বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক হলেন তরুণতুর্কি নেতা তাপস দত্ত। ডুকলিতে নারায়ণ দেব। অনুর্ধ্ব ষাটের নেতারা রয়েছেন সম্পাদকের পদে।

সুপারিশ

বিতর্কের পর দেশের ব্যাডমিন্টন রানি সাইনা নেহওয়ালের নাম পদ্মভূষণের জন্য প্রস্তাব করলো ক্রীড়ামন্ত্রক। বিএআই আগেই সাইনার নামের সুপারিশ করেছিলো।

AD, 10th Year, Issue 269 (as morning daily) 6 January, 2015, Tuesday, Agartala ● ১০ম বর্ষ, ২৬৯ সংখ্যা (প্রভাতি দৈনিক) ২১ পৌষ, ১৪২১, মঙ্গলবার ● চার টাকা ● ৮ পৃষ্ঠা ● POSTAL REGD. No. AGT/NE -1040/2012-14 ●Website : www.ajkerfarlad.com

মাথা এলাকায় বন্ধন ব্যাঙ্কের নির্মান কাজ খতিয়ে দেখছেন সংগঠনের প্রাণপুরুষ সত্রীক চন্দ্রশেখর ঘোষ। ছবি— পার্থজিৎ দত্ত।

গোটাদেশে ৬০০ 'বন্ধন' ব্যাঙ্ক

একযোগে রাজ্যে ১৮টি শাখার উদ্‌বোধন

কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন চন্দ্রশেখর

শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্য

দুইয়ে একে দুই। দুই সুগুণে চার। তিন দুগুণে ছয়। এরকমভাবে শৈশবের মুখস্থ নামতা পড়ার দিনগুলোতে ফিরে যেতে পারেন তিনি। অনায়াসে। আবার একই সাবলীল ভঙ্গিতে দেশ-বিদেশের নানা মঞ্চে তাঁর পুরস্কার গ্রহণ ও বক্তৃতার মুহূর্তগুলো নিয়েও অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে দিতে পারেন। দিনের শেষে, ঘুমের দেশে, তিনি এখনও রাজ্যের মাটির গন্ধে আপ্লুত হন। বছরে একবার হলেও ফিরে আসেন নিজের শৈশব-কৈশোর-যৌবনের গ্রামে। বিশালগড়ের নারাউড়া গ্রামের ছেলে এখন দেশে নতুন ইতিহাস গড়ার অপেক্ষায়। আর সেই 'তাগিদেই' রাজ্য ঘুরে গেলেন গত একদিন আগে। স্বশরীরে ঘুরে দেখে গেলেন কাজকর্মের অগ্রগতি। হাতে গোনা আর কয়েক মাস। তারপরই গোটা দেশে একযোগে উদ্বোধন হবে ছয়শটি ব্যাঙ্ক শাখার। রাজ্যে চালু হবে ১৮টি। আর এসবের মূল নায়ক, রাজ্যের কৃতী সন্তান তথা 'বন্ধন'-এর সিএমডি চন্দ্রশেখর ঘোষ।

গকুলনগরের রাস্তার মাথায় গড়ে উঠছে একটি ব্যাঙ্ক শাখা। তার পেছনেই হচ্ছে বন্ধন-এর একটি অতি সুদৃশ্য ট্রেনিং সেন্টার (দেশে দ্বিতীয়)। নির্মাণকার্যের শ্রমিকদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কথা বললেন। সীমানার প্রতি কোণে গিয়ে গিয়ে নিজের ভাবনাকে বাস্তবায়িত হতে দেখলেন। আধো আলো-ছায়া একটি জায়গাতে দাঁড়িয়ে চন্দ্রশেখরবাবু বললেন— 'নিজের এলাকা, নিজের রাজ্য। যা হচ্ছে সবটাই আমার সংস্থার সকল কর্মীদের জন্য। আমি কিছু না।' অনেক কথা বললেন। নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বললেন— 'দেশের মধ্যে বিশেষ রকমের ব্যাঙ্ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবো আমরা। মানুষ দেখেনি বা ভাবেন নি, এমন ব্যাঙ্ক।' কিভাবে আলাদা হবে? প্রায় ছয় ফুট লম্বা ছিপছিপে চেহারার চন্দ্রশেখরবাবু বললেন— 'পরিষেবাটি আলাদা হবে। এখানে দু'দিনের জন্য এসে আমার গ্রামের (প্রয়াত বাবা ও শ্বশুরমশাইয়ের বন্ধুদের) অনেকের সঙ্গেই মিলিত হলাম। উনারাও বলেছেন, পরিষেবায় যাতে সেরা হতে পারি।' কাজটা কঠিন। সফলতা অর্জন করাও বেশ শক্ত। মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দেবে ব্যাঙ্কটি, —দুইয়ের পৃষ্ঠায়

দেখলেন চন্দ্রশেখর

— প্রথম পাতার পর

এ-কথা বলে চন্দ্রশেখরবাবু যোগ করলেন— 'বিশ্বের কোথাও এমন ধরনের ব্যাঙ্ক নেই। এই স্বপ্ন নিয়েই আত্মপ্রকাশ করব আমরা'।

কথা প্রসঙ্গে বললেন— 'রাজ্যের বাইরে যাঁরা সফল, তাঁরা যদি এখানে কিছু করতে চান, তাহলে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন আরও জোরদার হবে।' রাজ্যে বন্ধন-এর এখন প্রায় পাঁচশজন কর্মচারী কর্মরত এবং মোট ৭২টি শাখা। আগামীদিনে এই সংখ্যা আরও বাড়বে এবং ব্যাঙ্ক-এর সাথে যে মাইক্রো ফিনান্স বন্ধন-এর বন্ধ হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই, তাও জোরগলায় বলে গেলেন সিএমডি খোদ। চন্দ্রশেখর ঘোষ নিজের গ্রামে বসে বললেন— 'মানুষই কাজের শক্তি যোগান। অযথা কাউকে তৈলমর্দন করতে পারি না। প্রয়োজনও পড়েনি।'

রাজ্যে কোথায় কোথায় ব্যাঙ্ক হবে? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন— মোট ১৮টি ব্যাঙ্ক হবে রাজ্যে। আগরতলা, জিবি বাজার, বড়দোয়ালি, বিশালগড় সহ নানা গ্রামে। এবং দেশের নানা প্রান্ত থেকে ব্যাঙ্ক কর্মীরা ট্রেনিং সেন্টারটিতে আসবেন।' নস্টালজিয়া যোগ করে বললেন— 'আমার প্রয়াত বাবা হরিপদ ঘোষ এবং শ্বশুরমশাইরা বেঁচে থাকলে খুশি হতেন। স্ত্রী-পরিবার-গ্রামের মানুষদের সহযোগিতা ছাড়া এই কর্মকাণ্ড সম্ভব হতো না।' কবে উদ্বোধন হবে ছয়শটি ব্যাঙ্কের, দিনক্ষণ ঠিক হল কিছু? হাসলেন স্বপ্ন ফেরিওয়ালা চন্দ্রশেখর। বললেন— 'না হয়নি। তবে দেশের তামাম ব্যক্তিত্বরা উদ্বোধন করবেন, এমন স্বপ্ন দেখি।' মা সুচিত্রা ঘোষ তাঁর সঙ্গে কলকাতায় থাকেন। মা'র প্রসঙ্গ টেনে বললেন— 'মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা, আমি এগিয়ে চলেছি। আগামীতে তাই হবে।' মাত্র তিনজন কর্মচারী নিয়ে শুরু হওয়া বন্ধনে এখন প্রায় ১৪ হাজার কর্মচারী। শুধু গত নভেম্বর মাসে বন্ধন থেকে ঋণ নিয়েছেন প্রায় ৬১ লক্ষ মানুষ। কে থামাবে চন্দ্রশেখরের দৌড়?